তারিখ ... 13 . MAR . ২০০৩
পৃষ্ঠা ৭ ... ৩

দৈনিক জনকণ্ঠ

এসএসসিতে কমলেও মাদ্রাসা কেন্দ্রে নীরবে নকল চলছে ॥ বাংলার প্রশ্নপত্রে ভুল, বিভ্রান্তি

স্টাফ রিপোর্টার ॥ এসএসসি পরীক্ষার তৃতীয় দিনে স্কুলে নকলপ্রবণতা অনেকটাই কমেছে। কিন্তু দাখিল পরীক্ষায় মাদ্রাসা কেন্দ্রগুলোতে চলছে নীরব নকল। এদিন বাংলা প্রথমপত্রের নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নে ভুল ধরা পড়েছে। এ নিয়ে পরীক্ষার্থীদের মধ্যে জন্ম নিয়েছে বিভ্রান্তি। তৃতীয় দিনে সারা দেশে কমপক্ষে বহিষ্কৃত হয়েছে ৮৮৮ জন।

প্রথম দু'দিনে বিপুলসংখ্যক বহিষ্কারের পর এসএসসি পরীক্ষার তৃতীয় দিনে এসে কমেছে নকলের প্রবণতা। বহিষ্কারও হয়েছে এ দিন অনেক কম। প্রশাসন এবং শিক্ষকদের মধ্যে দেখা গেছে নকল প্রতিরোধে কঠোর মনোভাব। সামান্য কিছু অনিয়ম দেখামাত্রই তাঁরা সে বিষয়ে চরম ব্যবস্থা নিয়েছেন। শিক্ষা বোর্ডের একাধিক কর্মকর্তার মতে, এ কারণেই এবার প্রথম কয়েকদিনে বেশকিছু বহিষ্কার হয়েছে। বহিষ্কৃতের সংখ্যার সঙ্গে নকল হওয়ার তেমন কোন সম্পর্ক নেই। বিভিন্ন জায়গা থেকে জনকণ্ঠ প্রতিনিধিদের পাঠানো সংবাদেও এই বিষয়টিই প্রতিফলিত হয়েছে।

এসএসসি পরীক্ষায় নকলপ্রবণতা কমলেও অবাধে এখনও চলছে তা দাখিল পরীক্ষায়। মাদ্রাসাগুলোতে পড়েছে এই পরীক্ষার কেন্দ্র। বহিষ্কৃতের হারও এখানে তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি। যেমন নীলফামারীতে এসএসসিতে বহিষ্কার হয়েছে ৯ জন আর দাখিল পরীক্ষার্থী বহিষ্কার হয়েছে ২৭ জন। ফরিদপুরে এসএসসিতে একজনও বহিষ্কার হয়নি, অথচ দাখিলে হয়েছে ১২ জন। প্রতিটি জেলাতেই দেখা গেছে একই দৃশ্য।

প্রশ্নপত্রে ভুল পাওয়ার কথা জানিয়েছেন একাধিক অভিভাবক। ঘ সেটের নৈর্ব্যক্তিকের ৩৭ নম্বর প্রশ্নটি হচ্ছে– মস্ত মণপ্রতি কত দরে কাঠ কাটে? এর উত্তরের জন্য যে চয়েসগুলো দেয়া হয়েছে প্রকৃতপক্ষে তার একটিও তার সঠিক উত্তর নয়। সহায়ক পাঠ 'হাজার বছর ধরে' থেকে এসেছে এই প্রশ্নটি। এ ধরনের বিভ্রান্তিকর প্রশ্ন নিয়ে পরীক্ষার হলেই আপত্তি ওঠে। কিন্তু সেখানে থাকা শিক্ষকদের পক্ষে এ বিষয়ে কোন সমাধান দেয়া সম্ভব হয়নি। এ ব্যাপারে বরিশাল বোর্ডের চেয়ারম্যান, অধ্যক্ষ আনোয়ারুল হকের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, এ ধরনের কোনকিছু তাঁর জানা নেই।

ময়মনসিংহে এক মাদ্রাসা অধ্যক্ষসহ ৪ মাদ্রাসা ছাত্রকে নকলের জন্য গ্রেফতার করা হয়েছে। এছাড়া জেলায় বহিষ্কার হয়েছে মোট ৬৫ জন, যার মধ্যে ৫৭ জনই দাখিল পরীক্ষার্থী। ময়মনসিংহে পরীক্ষা চলাকালে কিছু সময়ের জন্য ব্যাপক ঝড়বৃষ্টি হয়। এ সময় চারদিক অন্ধকার হয়ে যায় এবং বিদ্যুত চলে যায়। ফলে শহরের অনেক কেন্দ্রে ১০ থেকে ৩০ মিনিট পর্যন্ত পরীক্ষার্থীদের লেখা বন্ধ করে বসে থাকতে হয়েছে। পরবর্তীতে এ সময়টুকু বাড়তি হিসাবে দেয়াও হয়নি। এ নিয়ে অনেক অভিভাবক, ছাত্রছাত্রী ক্ষোভ প্রকাশ করেছে। দেশের অনেক জায়গা থেকেই প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে পরীক্ষা গ্রহণে সমস্যার খবর এসেছে। সে সব জায়গায় আলোর অভাবে বেশ কিছু সময় পরীক্ষা বন্ধ ছিল।

বিভিন্ন জেলা থেকে প্রাপ্ত সংবাদ অনুযায়ী পরীক্ষার্থী বহিষ্কারের সংখ্যাটি হচ্ছে– দিনাজপুরে ৬২ জন, নীলফামারীতে ৩৬ জন, রংপুরে ৩৫ জন, সিরাজগঞ্জে ৩১ জন, কুড়িগ্রামে ২৯ জন, গাইবান্ধায় ২৯ জন, নোয়াখালীতে ২৪ জন, কুমিল্লায় ১৯ জন, রাজশাহীতে ১৫ জন, ফরিদপুরে ১৪ জন, গাজীপুরে ১১ জন, ঝালকাঠিতে ১১ জন, বগুড়ায় ৮ জন, নওগাঁয় ৭ জন, পঞ্চগড়ে ৭ জন, পাবনায় ৬ জন, জয়পুরহাটে ৫ জন, চাঁপাইনবাবগঞ্জে ৪ জন, লক্ষ্মীপুরে ৩ জন, ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ৩ জন, লালমনিরহাটে ২ জন, ফেনীতে ১ জন এবং চাঁদপুরে ১ জন।